তিমিরলগ্ন

মনিভূণষ ভট্টাচার্য

সে রাতে আকাশে একটাও তারা নেই,
হাওয়া ফিসফাস করে না নিথর বনে।
রাজমহিমার বিকল বিমূঢ় কালো
হঠাৎ বুকের ভিতরে বিষের তীব্র রোদন, জ্বালে
ফেরা তো হোলো না তৃষিত পিতার কাছে,
অন্ধের চোখে প্রমোদ হত্যাকারী
শ্রেণিজ তাপের হুতাশন মুঠো করে
ছিন্ন সরযু মিশে গেছে অভিশাপে...

নতুন কবিতা

মৃদুল দাশগুপ্ত

পথে পড়ে ছিলো মন, ছিলো মন বাতাসে কাতর
নিজেকে বেবাক ভুলে ডুবে ছিলো মেঘে মেঘে ঢাকা
সাড়া দেবে ভেবেছিলে, ডেকে ডেকে হয়ে গেলে ফাঁকা
এবার যদি বা ছোঁও, মনে হবে—পাথর, পাথর

লোহার অধিক ভারী, ভেজা, তাও কেন ভাসে বাতাসে
কাতরভাবে? তুমি ভেবেছিলে ভ্রমে
দেখি তো খেলায় ডেকে, ছুঁয়ে দেখি, পড়ে গেলো ঘাসে
যেন ঝরা পাতা মন, ঢেকে গেলো ধুলো জমে জমে

হেমন্তে জঙ্গলে গেলে

জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়

হেমন্তে জঙ্গলে গেলে তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো
বাংলো পরিখাঘেরা, সাঁকো খুলে নেবে চৌকিদার
অন্ধকার নেমে এলে জ্বেলে দেবে অলীক হ্যাজাক!
রাম্ খাবো ভরপেট, আদাকুচি, ডিমভাজা আর

বারান্দায়, লঘুপায়ে, উঠে এলে ডাকবুকো চাঁদ
শ্বাপদের ঘ্রাণ দেবো, চুমু খাবো, শ্বাসনিরোধক!
নির্জনে ঝরবে হিম, সারারাত, অন্ধ কুয়াশায়...

হেমন্তে জঙ্গলে চলো, খোলা জিপে, সবুজ সড়ক—

মধ্যরাতে বেনাপোল

রণজিৎ দাশ

এই হল চেক - পোস্ট, দাঁড়াও সুন্দরী!

আমিই পুলিশ, আমি এই ঘরে, লোহার শয্যায়
গুপ্ত হৃদয়ের খোঁজে নগ্ন দেহতল্লাশির
কঠিন, বিষণ্ণ কাজ করি।

এই হল চেক - পোষ্ট, আমি তার উলঙ্গ প্রহরী।